দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বাংলাদেশে সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সদস্য দেশগুলোর জন্য একটি আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের ধারণা বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। এতদঞ্চলের দেশগুলোতে কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতেই এই রকম একটি তথ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি গঠনের ফলে তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষি ক্ষেত্রেও পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলের কৃষি সম্পদ উন্নয়নে উৎকর্ষ সাধনই এর লক্ষ্য। এই অঞ্চলে কৃষি আধুনিকীকরণের জন্য প্রাপ্ত ও প্রযোজ্য তথ্যসমূহের সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা, তথ্য পরিব্যাপ্তির মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা এবং তথ্য পরিব্যাপ্ত করবার ব্যাপারে ইতিপূর্বে এই ধরনের কোন সমষ্টিগত উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

সার্ক সদস্যভুক্ত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্যের উদ্ভব হচ্ছে। গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রগতি এবং সাফল্যের জন্যই ঐ সকল তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সার্ক অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কোন আঞ্চলিক 'কৃষি তথ্য' সেবা প্রদানের অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি এবং তার জন্য কোন জাতীয় অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়নি।

কৃষি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যের সংরক্ষণ ও সরবরাহ চাহিদা এতদঞ্চলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই অঞ্চলে একটি কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপিত হলে সঠিক এবং সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এই প্রয়োজনীয়তার আলোকেই সার্ক দেশসমূহের জন্য একটি আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য সার্কের কৃষি বিষয়ক কারিগরি কমিটি কর্তৃক স্ট্যান্ডিং কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের ষষ্ঠ বৈঠকে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন এবং সুপারিশ সহ তা সার্ক মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে পাঠানো হয়।

১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক মন্ত্রিপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ গৃহীত হয় এবং অধিবেশন শেষে যুগ্ম ঘোষণার আকারে প্রকাশ করা হয় যে সার্কের ঐ কৃষি তথ্য কেন্দ্রটি বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠা করা হবে। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কাঠমন্ডুতে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে সার্কের কর্মসূচী কমিটি কর্তৃক সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র প্রকল্পটি চূড়ান্তকরণের পর এবং ১৯৮৮ সালের জুন মাসে তা সার্ক মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে এর কাজ শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের ৪-৫ ডিসেম্বরে সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের গবর্নিং বোর্ডের প্রথম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের কর্মসূচী, নিয়মকানুন, কার্যপ্রণালীসহ ব্যাপকভিত্তিক নীতি নির্ধারণী বিষয় আলোচনা করা হয়।

আঞ্চলিক তথ্য ব্যবস্থা একটি ব্যাপক কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে যথোপযুক্ত কৌশল ও প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত গবেষণাপত্র, বই-পুস্তক জার্নাল, সাময়িকী, প্রতিবেদনসহ গবেষকদের গবেষণালব্ধ ব্যক্তিগত তথ্যবস্তুসমূহ সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্যবস্তুসমূহ বিশ্লেষণ এবং তার ব্যবহার উপযোগিতা নির্ধারণ করে, এই ধরনের তথ্য কেন্দ্র থেকে তা অন্য সদস্য দেশের ব্যক্তিবর্গের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। একটি আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কেন্দ্রে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে লাইব্রেরী, বিশেষ ধরনের তথ্যের ফাইল, সেমিনার সম্মেলন কর্মশালার প্রবন্ধসমূহ, মাইক্রোফিল্ম, রেকর্ড করা ফিল্ম ও ম্যাগনেটিক টেপ ইত্যাদি।

সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

(১) সদস্য-দেশগুলোর কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রকাশনা সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(২) কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বন মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর সদস্য-দেশসমূহ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যাবলী চিহ্নিত করা;

(৩) সদস্য-দেশসমূহের তথ্য চাহিদা পূরণ করা;

(৪) কৃষি বিষয়ক তথ্যের পরিব্যাপ্তি এবং সঞ্চালনে নতুন ও উন্নত কলাকৌশল অবলম্বন করা;

(৫) সদস্য-দেশসমূহের তথ্য বিদদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(৬) দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক তথ্য ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

এই আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে সার্ক সদস্যভুক্ত দেশ থেকে একটি করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। নেটওয়ার্কভুক্ত কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়কারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই হচ্ছে আঞ্চলিক তথ্য ব্যবস্থার সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রটি এতদঞ্চলের কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন সংবলিত তথ্যের সংগ্রহ, চয়ন এবং পরিব্যাপ্তির কাজে ব্যাপৃত থাকবে। চলতি গবেষণালব্ধ এবং প্রকাশিত কৃষি তথ্যাবলী স্ব স্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত, বিশ্লেষিত এবং সূচীভুক্ত করা হবে এবং সেগুলো আঞ্চলিক তথ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে। এই নেটওয়ার্ক থেকে তৈরি করা তথ্যবস্তুর মধ্যে থাকবে—বিবলিওগ্রাফী, কৃষি বিষয়ক চলতি গবেষণা সম্পর্কিত ইনভেন্টরী উপাত্তভিত্তিক তথ্যানুসন্ধান ইত্যাদি।

সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ (১) আঞ্চলিক তথ্য ব্যবহারকারীদের উপযোগী তথ্য দলিলাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ;

(২) আঞ্চলিক ব্যবহারকারীদের জন্য উক্ত তথ্য দলিলাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(৩) তথ্যবস্তুর কপি, দলিলাদির কপি, অপ্রকাশিত তথ্যের মাইক্রোফিস প্রভৃতির নির্বাচিত সরবরাহ ও পরিব্যাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা।

আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের পেশাগত সদস্যগণ হবেন স্ব স্ব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। তার ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ন, সম্পাদনা, প্রকাশনা, অডিও ভিসুয়াল, তথ্যের পরিব্যাপ্তি, সরবরাহ ও যোগাযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য নিয়োজিত থাকবেন।

—জাহানগীর কবির